দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...JAN 13 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

উপবৃত্তি প্রদানে অনিয়ম ও দুর্নীতি

সরকার নারী শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়াছেন। প্রথমত, শহরাঞ্চলের বাইরে ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রী বেতন মওকুফ করা হইয়াছে। তাহাছাড়া ভাল ছাত্রীরা যাহাতে সুষ্ঠুভাবে লেখাপড়া করিতে পারে, তাহাদের খরচ যোগাইতে যাহাতে পিতা-মাতার কষ্ট না হয় সেজন্য থানা পর্যায়ে "ফিমেল সেকেন্ডারী স্কুল এ্যাসিসট্যান্স প্রজেক্ট"-এর মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের ব্যাপার এই যে, কোন কোন স্কুলে কতিপয় দুর্নীতিবাজ শিক্ষক ম্যানেজিং কমিটির এক শ্রেণীর সদস্যের যোগসাজশে ছাত্রী বৃত্তির সরকারী টাকা আত্মসাৎ করিয়া আসিতেছে। এই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দক্ষিণ মান্দিয়া মাদ্রাসা এক ধাপ আগাইয়া রহিয়াছে। সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী যেসব ছাত্রীর প্রতিষ্ঠানে হাজির শতকরা ৭৫ ভাগ, বার্ষিক পরীক্ষায় শতকরা ৪৫ নম্বর পাইবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ করে নাই এবং যেসব ছাত্রীর বিবাহ হয় নাই কেবল তাহারাই উপবৃত্তির টাকা পাইবে। কিন্তু উক্ত প্রতিষ্ঠানের উপবৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রীদের অনেকে অন্য স্কুলে অথবা কলেজে পড়াশুনা করিতেছে, অনেকে বিবাহিতা অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগকারী। ভূয়া ও অবৈধ ছাত্রীদের নামেও টাকা উঠানো হইতেছে। বিনিময়ে কতিপয় শিক্ষক ও তাহাদের মদদকারীরা পাইতেছে শতকরা ৫০ ভাগ অর্থ এবং সংশ্লিষ্ট ছাত্রীরা পাইতেছে ৫০ ভাগ। অপরদিকে প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত অনেক ছাত্রী উপবৃত্তি পাইতেছে না। এসব অনিয়ম ও দুর্নীতির ব্যাপারে থানা প্রজেক্ট কর্মকর্তা ও জেলা প্রজেক্ট কর্মকর্তার নিকট অভিযোগ করা হইয়াছে। কিন্তু কোন প্রতিকার পাওয়া যায় নাই। অভিযোগকারীকে দায়সারা গোছের জবাব দিয়া বিদায় দেওয়া হইয়াছে।

অতএব উক্ত বিষয়ে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

এটিএম নজরুল ইসলাম,
মান্দিয়া, গোপালপুর, টাংগাইল।